International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-IV, January 2016, Page No. 32-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি, বিবর্তন, কাজ ও প্রয়োজনীয়তাঃ একটি উদারনৈতিক চর্চা

সেখ গোলাম মাসুম
Assistant Teacher Metekona High School, Metekona, Bolpur, Birbhum, India

Abstract

The political parties emerged in modern Europe when the political elite could no longer secure legitimacy without the support of masses at large in the political system. In European colonies, political parties came into being through the independence movement and post-colonial modernization efforts. The emergence of political party in the modern era implies that a political system has entered a new complex stage. The political parties as we know them did not begin to develop until the late 1600th century after long time; political parties have been playing as principal role in parliamentary democracy. All political parties have self-identity and functions, which by they focus themselves and existence being relevant. At the modern liberal democratic system, the performance of political parties is determined by its socio-economic and political nature. As a part of parliamentary democracy, political parties are attracting to the people about electoral performance. No doubt, today political party is principal organ of parliamentary democracy.

Key Wards: Liberal Democracy, Faction, Tory, Whig, Party system.

[রাজনৈতিক দলের উদ্ভব একটি নিরন্তর বিবর্তনের ফল। গ্রিস বা রোমে এর অস্তিত্ব থাকলেও আধুনিক অর্থে এর উদ্ভব হয় ইংল্যান্ডে। বহু পথ অতিক্রম করে রাজনৈতিক দল আধুনিক উদারনৈতিক সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে ভুমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কিছু পরিচয় ও কাজ আছে যা দিয়ে সে তার অস্তিত্বকে আজও সমান প্রাসঙ্গিক করে চলছে। আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে যে কর্মসম্পাদন করতে হয় সেগুলিও সমান আলোচ্য বিষয়। সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে নির্বাচনী রাজনীতির ব্যাপারটা জনগণকে আকৃষ্ট করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে]

[সহায়ক শব্দঃ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক, 'Factions' বা 'ক্ষুদ্র গোষ্ঠী', 'টোরী' ও 'হুইগ', দল ব্যবস্থা]

আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাবস্থায় রাজনৈতিক দল বাবস্থার উদ্ভব এক যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাবস্থার গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয় দল ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। যে দল ব্যবস্থা সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি সেই দল ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। রাজনীতিতে 'Party' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় 'একই মতাদর্শে বিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তি সমষ্টি'হিসাবে। বহুলভাবে রাজনীতিতে' 'Party' শব্দটির আবির্ভাব সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে। তবে রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য যদি ক্ষমতা দখল ও তা বজায় রাখা হয় ,তবে ঐ ধরনের দলের অস্তিত্ব প্রাচীন গ্রীস বা রোমেও ছিল। যেগুলিকে বলা হত 'Factions' বা 'ক্ষুদ্র গোষ্ঠী' যারা প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত। রেঁনেসার যুগে এ সংক্রান্ত কতকগুলি বাচনের আবির্ভাব হয়, যেমন- 'প্রতিরোধ বাহিনী', 'কমিটি', 'গণসংগঠন' ইত্যাদি। যদিও এগুলি দল ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। আধুনিককালে 'দল ব্যবস্থা' নামক বাচনের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সম্পর্ক থাকে। তবে মরিস দ্যুভারজারের মতে, ক্ষমতা দখল করা বা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও এই গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল বলা যাবে না। দ্যুভারজার তাঁর 'The Political Parties' গ্রন্থে

লিখেছেন, "There are trends of opinion, popular clubs, philosophical societies and parliamentary groups, but no real party."

আধুনিক অর্থে দল ব্যবস্থার আবির্ভাব ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। প্রাচীন গ্রীসে গণতান্ত্রিক ধারনার বিকাশ ঘটলেও আধুনিক অর্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ধরণের রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ কোনো দল ব্যবস্থার উৎপত্তি সেখানে হয়নি। প্রাচীন রোমে সেনেটে জনগনের প্রতিনিধিত্বকারী দুটি গোষ্ঠী 'প্যাট্রেসিয়ান' (যারা অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত) এবং 'প্লেবিয়ান' (যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করত) থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত সর্বব্যাপী প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠী হিসাবে দল ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আবার রোম সাম্রাজ্য পতনের পর দীর্ঘ সময় ধরে গণ প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় নি। গোটা মধ্যযুগ ধরে রাষ্ট্র ও চার্চের আধিপত্যে জনগন ঐ দুটি সংস্থার পূজারী হিসাবে ভূমিকা পালন করাছে। 'মানুষ জন্মগতভাবে রাজনৈতিক' হলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজিনীতি থেকে ব্রাত্য থেকে গেছে। ক্রমে চার্চের ক্ষমতা হ্রাস এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে আধুনিকতার প্রভাব ইউরোপের মানুষকে রাজনীতিতে আগ্রহী করে তোলে। জনগণকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহনে সফল করতে প্রয়োজন একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের/ সংসদের/ পার্লামেন্টের; বিশ্বে প্রথম যার আবির্ভাব ইউরোপে/ ইংল্যান্ডে।আর এই সংসদ/ পার্লামেন্ট থেকেই দল ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। যা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মাতৃভূমি ইংল্যান্ডে সংসদ/পার্লামেন্ট থেকেই দল ব্যবস্থার আবির্ভাব এক চমকপ্রদ ব্যাপার। সপ্তাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে Exclusion Bill এবং Glorious Revolution -এর প্রভাবে পার্লামেন্টে দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়, যারা 'টোরী' ও 'হুইগ' নামে পরিচিত। 'টোরী'রা প্রবলভাবে রাজতন্ত্রের সমর্থক বা রাজকীয় ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং যারা মনেকরতেন ব্রিটিশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রাজতন্ত্রই মুখ্য ভুমিকা পালনকারী। অপরপক্ষে 'হুইগ'-রা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchy) -এ বিশ্বাসী, যারা অষ্টাদশশতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিলো। 'হুইগ'-রা সমকালীন ইংল্যান্ডের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্টপোষকতা পেয়েছিল। এই গোষ্ঠীর অন্যতম পৃষ্টপোষক ছিলেন জন লক-এর মত দার্শনিকরা।

দল ব্যবস্থার উৎপত্তির ইতিহাসে ১৬৭০-র দশক খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৭৬ খ্রীঃ ইংল্যান্ডে একটা গুজব ছড়ায় যে, রোমান ক্যাথলিকরা রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে হত্যা করার গুপ্ত চক্রান্ত চলছে এবং সিংহাসনে বসতে চলেছেন ইয়র্কের জেমস, যিনি রোমান ক্যাথলিক মতে বিশ্বাসী। যদিও বাস্তবে প্রকৃত কোনো চক্রান্ত ছিল না। এটা ছিল নিতান্ত গুজব। ফলে পরের ঘটনা হল আরও মারাত্মক এবং ঘটনাবহুল। পার্লামেন্ট সমস্ত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদয়ভূক্তদের অফিস থেকে কর্মচ্যুত করল এবং 'ডিউক অব ইয়র্ক' যাতে সিংহাসনে বসতে না পারে তার জন্য সজাগ থাকল। এরপর ১৬৭৯ খ্রীঃ ১৫ই মে অ্যান্টনি অ্যাসলে কুপার (Antony Ashley Cooper, 1st Earl of Shaftesbury) ক্যাথলিকদের আধিপত্য হ্রাসের জন্য 'Exclusion Bill' পেশ করেন, যে বিলকে প্রটেস্টান্টরা ব্যপকভাবে সমর্থন করল। কমন্সসভায় 'বিল'টি পাশ হয়ে যায় এবং 'বিল'টিতে রাজা যাতে সম্মতি জানায় তার জন্য এক গোষ্ঠী পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করে। পার্লামেন্টে এই গোষ্ঠী 'হুইগ' নামে পরিচিত। 'হুইগ'রা পার্লামেন্টে রাজার সকল কাজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করত। পার্লামেন্টের ভিতর দীর্ঘদিনের দুটি 'চক্র' স্পষ্টত দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদিকে 'হুইগ' অপরদিকে 'টোরী'। 'টোরী'রা অ্যাংলিকান চার্চ, জেন্টির প্রতিনিধিত্ব ও সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং তারা রাজতন্ত্রের চরম সমর্থক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে 'হুইগ'রা অ্যাংলিকান চার্চ বিরোধী, সম্পদশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শিল্পপতি, বনিক শ্রেণির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। গৌরবময় বিপ্লবের পর থেকে ১৭১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা 'টোরী' ও 'হুইগ'দের নিয়েই আবর্তিত হত এবং রাজতন্ত্রও রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজের আনুগত্যে রাখার চেষ্টা করত। যেমন রানী অ্যানি 'টোরীদলের প্রতি সবসময় পক্ষপাতিত্ব করতেন। ১৭১৪ খ্রীঃ রানী অ্যানি'র মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী প্রথম জর্জ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। রাজা প্রথম জর্জ ছিলেন পার্লামেন্টে 'হুইগ'দের সমর্থনপুষ্ট/ মনোনীত এবং বাস্তবিকভাবে তাই পার্লামেন্টে হুইগদের চরম প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

১৭১৫-১৭৪৫ খ্রীঃ ইংল্যান্ডে জ্যাকবাইট (Jacobite) অভ্যুত্থান দেখা দেয় এবং 'টোরী'দের ক্রমশ প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হুইগ'রা এই সময় টোরী'দের অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রকারি এবং দেশদ্রোহী বলে প্রচার করে।ইংল্যান্ডে পরিস্থিতি খারাপ দেখে টোরি নেতা হেনরি সেন্ট জন ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহন করে। এই সুযোগে হুইগ'রা সংগঠিত হয়ে পরবর্তী দশকগুলিতে বৃটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্যকারী দলে পরিণত হয়। আর টোরি'রা তাদের পূরানো ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারল না। রাজা

তৃতীয় জর্জের সময় হুইগ'পন্থী বলতে বোঝানো হত একদল অভিজাত গোষ্ঠীকে,যারা ঐতিহ্যগতভাবে সম্পত্তিবান। যেমন অ্যাডমণ্ড বার্কের নেতৃত্বে একদল সম্পত্তিবান Rockingham হুইগের আবির্ভাব হয় যারা 'Old Whigs' নামে পরিচিত। এদিক থেকে টোরী'রা বিশেষ কোন রং পরিবর্তন করেনি, তারা শেষ দিন পর্যন্ত ঐতিহ্যগত টোরী' হিসাবেই পরিচয় বহন করত। ১৭৮৩ ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী হন উইলিয়াম পিট; যার সময়ে ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি দলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানে হুইগ দল বিভক্ত হয়ে যায় রক্ষণশীল গোষ্ঠী এবং চার্লস জেমস ফক্সের নেতৃত্বে বিরোধী গোষ্ঠীতে। এই প্রথম ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায়/ পার্লামেন্টে বিরোধী দলের আবির্ভাব। 'Parliamentary Reforms Act' (১৮৩২ খ্রীঃ) ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসে/ ব্যবস্থায় এক মহান অধ্যায়ের সূচনা করে। হুইগ শাসনকালে লর্ড গ্রে-র নেতৃত্বে দাস ব্যবস্থা উচ্ছেদ আইন পাশ হয়। হুইগ'দের সফল প্রচারে সাধারন নির্বাচনে তাদের ব্যপক সাফল্য আসে। যেখানে টোরীদলের মধ্যথেকে পার্লামেন্টে ১৮০ টি সদস্য নির্বাচিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে টোরী ও হুইগ দল যথাক্রমে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলে আত্মপ্রকাশ করে। টোরী'রা প্রকাশ্যে পার্লামেন্টে নিজদের রক্ষণশীল হিসাবে ঘোষণা করে। ১৮৩২ খ্রীঃ কমন্সসভায় টোরী'রা রক্ষণশীল হিসাবে রাজনীতিতে এবং বিতর্কে অংশগ্রহন করে। ১৮৩৪ খ্রীঃ রবার্ট পেল-এর Tamworth ইস্তেহার রক্ষণশীল দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচীর রূপরেখা তুলেধরেন। বলাযায়, Tamworth ইস্তেহার টোরী থেকে রক্ষণশীল দলে রূপান্তরিত হওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৮৪১ খ্রীঃ সাধারন নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের নেতা হিসাবে রবার্ট পেল সাফল্যের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৮৪৮ খ্রীঃ পেল রাজকীয় আইনের বিরোধিতা করেন ফলে দলের অন্যান্য অনেক সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধ তৈরী হয়। পেল-এর সঙ্গে যারা রাজকীয় আইনের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা 'পেলপন্থী' নামে পরিচিত; যারা শেষ পর্যন্ত উদারনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। ১৮৫০ খ্রীঃ পেল-এর মৃত্যুর পর আধুনিক রক্ষণশীল দল সংগঠিত হয় বেঞ্জামিন ডিসলেরি ও লর্ড ষ্টানলী-র নেতৃত্বে। ১৮৭৪ খ্রীঃ রক্ষণশীলরা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে 'Liberal Party' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রধানমন্ত্রী জন রাশেল, যদিও এই রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় হুইগ ও র‍্যাডিক্যালদের জোটবদ্ধতা থেকে; যারা প্রাধান্য দিত মুক্ত বাণিজ্য ও জনগণের সরকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চার্চ ও রাজতন্ত্রের ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। লর্ড পামারস্টোনের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার যখন সরকার গঠিত হয় তখনই উদারনৈতিক দল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথমদিকে উদারনৈতিক দলের মধ্যে হুইগ দলের সমস্ত উপাদানগুলিই লক্ষ্য করা যেত। গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বে এই দলে অভিজাতদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৮ খ্রীঃ গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বে প্রথম উদারনৈতিক সরকার গঠিত হয়। ১৮৯০-এর দশকে এই দল বিরোধী দল হিসাবে ভূমিকা পালন করে। এরপর 'Boer War'-কে কেন্দ্র করে এই দলে 'ডান' ও 'বাম' পন্থী পৃথক মনোভাবের সদস্যরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার ইতিহাসে যে দলটির কথা না বললে এই আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে সেই দলটি হল শ্রমিক দল। উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে একদল রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়, যারা মূলতঃ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। যেমন ১৮৮০-এর দশকে উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের কথা বলত। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী স্বাধীন দলের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই Keir Hardie -এর নেতৃত্বে ১৮৯৮ খ্রীঃ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন দলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে Social Democratic Federation গঠন করে। পরে ফেবিয়ান ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতারা একজোট হয়ে Liberal Representation Committee গঠন করে। ১৯০৬ খ্রীঃ Liberal Representation Committee শ্রমিক দলের পরিচয় বহন করে এবং পরের দশকে রক্ষণশীল দলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরিণত হয়। ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাসে আরও অনেক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন খ্রিস্ট ভাবধারায় প্রভাবিত খ্রিস্টবাদী, Socialist Labour Party, Socialist Party of Great Britain ইত্যাদি।

এখন আলোচ্য বিষয় ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দল ব্যবস্থার উদ্ভবের কারন কী? ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনা যত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রথম দিকে পার্লামেন্টের/ রাজনৈতিক 'চক্র'গুলি বা এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজদের আরও বেশি সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছে। 'গৌরবময় বিপ্লবে'র পর থেকে রাজতন্ত্রের ক্ষমতা যত বেশি সংকুচিত হয়েছে পার্লামেন্টের ক্ষমতা তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্গে সংসদীয় রাজনীতিতে ব্যক্তিমানুষ অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে নির্বাচনী রাজনীতির ব্যাপারটা জনগণকে আরও আকৃষ্ট করেছে। জনগণ রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে ভোটাধিকার সংক্রান্ত ধারণা সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে। স্বাধীনচেতা জনগন

নিজদের প্রয়োজনে নির্বাচকমণ্ডলীকে সংগঠিত করেছে এবং তাদের ভোটকে আরও সংগঠিত করে নিজদের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। ঠিক এইভাবে পার্লামেন্টে দীর্ঘ দিনের গড়ে ওঠা 'চক্র'গুলি ক্রমে রাজনৈতিক দলের পরিচিতি লাভ করল। এই 'চক্র'গুলি স্থানীয় কিছু চাহিদার উপর ভিত্তি করে নিজেদের এক ধরণের মতাদর্শের পূজারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। যেমন,হুইগ'রা উদারমতাদর্শে/মুক্ত বাণিজ্যে/ অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী; অপরদিকে, টোরী'রা রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যে বিশ্বসী। যদিও স্থানীয় কিছু চাহিদা/ স্বার্থ/ মতাদর্শগত ভিত্তি ছাড়াও সংসদীয় রাজনীতিতে নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে (যার স্বরূপ আমরা তৃতীয় বিশ্বের বহু দলীয় ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়) । তবে সর্বজনীনভাবে মতাদর্শ/ স্থানীয় কিছু চাহিদা/ স্বার্থের মধ্যদিয়েই রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব এটাই ইতিহাসসম্মত। ব্রিটেনে যেমন হুইগ'রা মুলত প্রাথমিকভাবে স্থানীয় কিছু চাহিদা/ দাবি/স্বার্থের উপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়া শুরু করেছিল। পরে উদারনৈতিক মতাদর্শ তাদের প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে পরিচিতি পায়। আবার ফ্রান্সে জ্যাকোবিন দলের উদ্ভবের পিছনে প্রথমে স্থানীয় কিছু চাহিদা/ দাবি/স্বার্থ পরে মতাদর্শ স্থান পেয়েছে। অপরদিকে জিরোন্ডিনদের ইস্তেহারে মতাদর্শগত ভিত্তি ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য; পরে স্থানীয় চাহিদা/ দাবি/স্বার্থ বিষয়গুলি স্থান পায়। তবে যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভবের পিছনে স্থানীয় চাহিদা/ দাবি/স্বার্থের সঙ্গে গণ সমর্থন/ গণ অংশগ্রহণ বড় ভূমিকা পালন করেছে।

লুসিয়ান পাই তাঁর, 'Aspect of Political Development' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, 'গণ অংশগ্রহনের মাত্রা' রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। রাজনীতিতে গণ অনশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে জনগনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়ে। আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, নগরায়ন- এক কথায় আধুনিকতা যা চার্চ/ রাজকীয় কতৃত্ব/ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজনীতিতে গণ অনশগ্রহণের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। আধুনিকতার প্রথমিক অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের নাগরিক অধিকারের দাবি জানিয়ে কখনও আইন সভায় আবার কখনও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠী/ চক্রের আবির্ভাব হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠী/ চক্রগুলি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের সাথে বিরাট গণপরিসরে নিজদের জনগণের স্বার্থবাহি প্রতিষ্ঠান/প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজনৈতিক দলের পরিচয় বহন করল।

রাজনৈতিক দলের স্বকীয় কিছু পরিচয় আছে :

১) রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মতামত গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
২) রাজনৈতিক দল সেইসব ব্যক্তিনাগরিকদের নিয়ে গঠিত যারা দলের অনুগত হিসাবে দলীয় শৃঙ্খলা, দায়বদ্ধতা এবং দলীয় সাফল্যের জন্য মুখিয়ে থাকে।
৩) রাজনৈতিক দল হল সমাজের সেই স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন যে শুধু নির্বাচনের সময় নয় নির্বাচনের পরেও টিকে থাকে।
৪) রাজনৈতিক দল সবসময় গণ সমর্থনের জন্য মুখিয়ে থাকে।
৫) রাজনৈতিক দল শুধু সংসদে/ পার্লামেন্টে সদস্য প্রেরণ করার জন্য সচেষ্ট থাকে না বরং আরও কতকগুলি বিচার্য বিষয়কে/ 'Criteria' -কে পূর্ণ করতে চায়।

এই হিসাবে রাজনৈতিক দল হল, ব্যক্তি নাগরিকদের সেই স্থায়ী সংগঠন যার সদস্যপদ গ্রহণকরাটা স্বেচ্ছাধীন এবং যার একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে দলীয় নেতারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের এই পরিচয় থেকে আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে কতক-গুলি কর্মসম্পাদন করতে হয়। সাবেকি ধারনায় রাজনৈতিক দলকে কতকগুলি গতানুগতিক কর্মসম্পাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। সেই কারনে তাঁরা রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা তুলে ধরা, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা, জনমত সংগঠিত করা ইত্যদির মধ্যে সীমায়িত রাখতে আগ্রহী। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলিকে যেসমস্ত কাজগুলি করতে হয় সেগুলি হল :

১) রাজনৈতিক মতামত তৈরী করাঃ সামাজিক গোষ্ঠীগুলির আশা- আকাঙ্খা, স্বার্থগুলি রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত হয়।

২) বাছাই/ নির্বাচন সংক্রান্ত কাজঃ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র প্রশাসনের জন্য যোগ্য রাজনীতিবিদের প্রয়োজন, রাজনৈতিক দল ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য রাজনীতিবিদ বাছাই/ নির্বাচন করে থাকে।

৩) রাজনৈতিক কর্মসূচীর পূর্ণতাদান করেঃ রাজনৈতিক দল সমাজের বিভিন্ন চাহিদা/ দাবী ও সমর্থন গুলিকে রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসাবে জনগনের সামনে তুলে ধরে এবং সেগুলি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছ থেকে বৈধতা পায়।

৪) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণে ও রাজনৈতিক অনশগ্রহনে ভূমিকা পালন করাঃ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনগনের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও অনশগ্রহন সম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক দল জনগন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

৫) বৈধতাদান সংক্রান্ত কাজ: রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল নাগরিক ও সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করে।

প্রত্যেক সমাজে দৈনন্দিন ঘটনার উপর ভিন্ন ভিন্ন মতামত/ দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, এবং প্রত্যাশা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা ইতিহাসের এমন একটা সময়ে আবির্ভাব যার সম্পর্কে মানুষের মতামত/ দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা, এবং প্রত্যাশা বহুল। রাজনৈতিক দল কী তার এই ভূমিকা সঠিকঅর্থে পালন করতে পেরেছে? আজকের প্রেক্ষাপটেও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এসব প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। যেকোনো উপায়ে স্থায়িত্ব বজায় রক্ষা করা যদি উদারনৈতিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে রাজনৈতিক দল উদারনৈতিক ব্যবস্থার সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, বিশেষকরে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর মতো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি স্থায়িত্ব বজায় রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের যে কারনে প্রয়োজন তা হল :

১) সমাজে অসংখ্য দাবি/ চাহিদা, স্বাভাবিকভাবে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবসময় চরমে থাকে এবং অনেক সময় বিশৃঙ্খলাও লক্ষ্য করা যায়। এই বিশৃঙ্খলাময় পরিবেশকে রাজনৈতিক দল সাময়িক শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলে বা ব্যবস্থাটি যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দল সমাজের স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সমর্থনের আশায় তাদের স্বার্থের বাহক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। সমাজের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি এই আশায় তাদের সমর্থন করে থাকে যে, তাদের সমর্থিত রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় আসবে তখন তাদের স্বার্থগুলি সিদ্ধ হবে। এইভাবে সমাজের অনেক গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা রেখে থাকে, ফলে সমাজে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা দূর হয়।

২) 'মানুষই সবকিছুর বিচারের মূলে'- উদারনীতিবাদের এই দাবি অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কতৃত্ববাদী/ স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটু একটু করে পা বাড়িয়েছে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্র কাঠামোতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ অসম্ভব। তাই জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্র/সরকারের মধ্যস্থতাকারী/ যোগসূত্রকারী একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজনৈতিক দল আবশ্যিক। আজও জনগণ রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্বে বিশ্বাসী কারন রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, সরকার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে এবং জনগনের দেওয়া/ অর্পণ করা রাজনৈতিক দায় দায়িত্ব পালন করে।

তথ্যসুত্র :

1. Duverger, Maurice: Political Parties: Their Organization and activity in the Modern State.
2. Epstein L (1980) . Political Parties in Western Democracies, New Brunswick
3. Hofmeister, Wilhelm and Grabow, Karsten (2011): Political Parties: Function and Organization in Democratic Societies.
4. LaPalombara J and Weiner M. (1966). Political Parties and Political Development, Princeton University Press.
5. Mackenzie, Telford. Robert (1963): British Political Parties.
6. Sartori G. (1976). Parties and Party System, Cambridge University Press.

7. Modern Language Association: Flanders Stephen. "Political Parties," The New Book of Knowledge. 2007.
8. History of Parliament, from UK Parliament, http://www.parliament.uk/about/historey/institution.cfm
9. Article: Politics of United Kingdom, from Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_Kingdom
10. Article:History of Conservative Party, from Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Conservative_Party
11. Article: Liberal Party (UK) : http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_liberal_Party